এক সন্ধ্যায়

ভাস্কর চক্রবর্তী

আজ সন্ধ্যায়একটি অভূতপূর্ব ঘটনার সম্মুখীন হলাম। একটু ভ্রমণে, সন্ধ্যার হাওয়া না কি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো! ডাক্তার তো তাই বলে। হাঁটতে হাঁটতে পৌছালাম আমার বন্ধুর এক নামিদামী ক্যাফেটেরিয়াতে, অল্প জিরিয়ে সাথে কফির কাপে চুমুক দিয়ে সন্ধ্যাটা তার সাথে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরবো বলে। চিৎকার দিয়ে ঢুকে পড়লাম তার ক্যাফেটেরিয়াতে, "ওরে বিশ্ব আছিস? দে তো দু'কাপ ব্ল্যাক কফি নিয়ে আয় দেখি!"আচ্ছা দু'কাপ বলতে এক কাপ আমার, আর এক কাপ বিশ্বর। আমরা একসাথেই সবসময় পান করি।

তার ওপর এই ব্ল্যাক কফিটি ছিল আমার উপরি পাওনা। বিশ্বর দ্বিতীয় ক্যাফেটেরিয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি বলে। কি করবো বলুন শরীরটি খারাপ ছিল, সে সময়; অনেক চেষ্টা করেও শেষরক্ষাটি করতে পারিনি। তাই আজ উসুল করতে, মুখ উঁচিয়ে চলে এসেছি ঠিক তার দ্বিতীয় ক্যাফেটেরিয়াতে। ঠিকানা খোঁজ করতে বেশি সময় লাগেনি। বন্ধু বলে কথা! বসে দুই বন্ধুতে, কফি নিয়ে সুখ-দুঃখ-গৃহস্থ-সমাজ-রাজনীতি তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত ফালতু কথা আছে, তারঘোট নিয়ে বসেছি।

ইতিমধ্যে, ছেঁড়া মলিন পরনে বস্ত্র, ঘাড়ে ঝুলছে এক মস্ত ঝোলা। বুঝতেই পারলাম তিনি একজন ভিকিরি। কাঁচের দরজা পেরিয়ে ঝাঁ-চকচকে শোরুমের ভেতরে ঢুকে বললেন, "বাবু কিছু খেতে দেবেন? দুদিন ধরে কিছু খাইনি! অসুস্থ ছিলাম বলে ভিক্ষাও করতে পারিনি! মুখে কিছু না তুললে বাবু মারা যাব।"

কথাগুলো যেন সুঁচের মত লাগলো। বিশ্বাস করুন বড্ড অপারক লাগছিল নিজেকে। কোথাও সমাজে এত শিক্ষিত হয়েও; হয়তো মূর্খ আমরা তাই না?এত কিছুর মাঝে তো বিশ্ব কখন যে ভদ্রলোকটিকে তাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছে; তা ঠাওর করতে হয়তো একটু দেরি করে ফেললাম! কারণভিখারিটি ততক্ষণে ওই ঝাঁ-চকচকে শোরুম থেকে প্রস্থান করেছে। আমিও চিন্তিত মনে ওখান থেকে, দুই প্যাকেট ব্রেড নিলাম, টাকা দিলাম, আর প্রস্থান করিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে।

ক্যাফেটেরিয়াটি থেকে বেরিয়েই, কিছুদূর এগিয়ে যেতেই দেখি সেই ভিখারিটি! বসে আছে। এগিয়ে গেলাম তার কাছে। শুধোলাম,"কেউ নেই আপনার? মানে ছেলেমেয়ে বউ?"উত্তর পেলাম, "বাবু বউ ছিল, কালাজ্বরে মারা গেছে। দুটো ছেলে ও আছে, কিন্তু কেউ তারা দেখেনা। বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই পাইনি। কারণ ওই প্রাথমিক এককালীন যে টাকা দিতে হয়, ভর্তির সময়, তা আমার হয়ে আর কে দিবে বলেন বাবু? তাই আর বৃদ্ধাশ্রমে থাকা হয়নি। সুতরাং পথই ভরসা! তাই দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করে খাই।"

আমারআত্মাটা যেন কেউ নিংড়ে দিল! আমি বললাম, "আমার কাছে দুটো প্যাকেট পাউরুটি আছে, আপনি কি খেয়ে থাকেন?"উত্তর দিলেন, "বাবাভুখার জন্য ওগুলি যে অমৃত!"

এক গন্ডও অপেক্ষা না করে, থলি থেকে প্যাকেট দুটো বের করে তার হাতে দিলাম।

বিনিময় যা পেলাম, তা হয়তো কখনো আশা করিনি। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে, আমার মাথায় গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে, বললেন, "আল্লাহ ঈশ্বর বা সর্বশক্তিমান সে যেই হোক না কেন, তার কাছেই আমি প্রার্থনা করি, সে যেন তোমার পথের সমস্তবাঁধাকে হরণ করে। আমার আল্লাহ, যেন তোমাকে সব সুখ প্রদান করে। এই কামনা করি।"এই বলে ভিখারিটির চোখ থেকে জল পড়তে আরম্ভ করলো এবং তিনি উঠে চলেযেতে লাগলেন।

জানিনা কোথায় কোন ভিড়ের মধ্যে হারিয়েও গেলেন, আমাদের চারপাশে তো এরকম কতইজন না আছে!

চিন্তা করলে আত্মাটা কেমন ঝনঝন করে কেঁপে উঠে।